বিশুদ্ধ সারস্বত

শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা

(শ্রীমায়াপুর- পঞ্জিকা)

শ্রীগৌরাব্দ—৫৩৪

(১৪২৬—১৪২৭ বঙ্গাব্দ)

(২০২০—২০২১ খৃষ্টাব্দ)

বিজ্ঞপ্তি

জগদ্‌গুরু প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের দ্বারা অনুসৃত ও স্বীকৃত প্রাচীন গণনা-পদ্ধতি 'সূর্য্যসিদ্ধান্ত' অনুসরণ করিয়াই এই পঞ্জিকায় যাবতীয় ব্রতদিবস নির্ণীত হইয়া থাকে। সুতরাং আধুনিক 'দৃক্ সিদ্ধান্ত'-পর পঞ্জিকাগুলি হইতে কোন কোন স্থলে ব্রতদিবস-সম্বন্ধে ভিন্নতা থাকিতে পারে। পুনরায়, স্মার্ত্তমতানুসারে কৃত গণনা হইতেও ভিন্নতা থাকা সম্ভব। অতএব, সে-সে-স্থলে গ্রাহক-গণকে বিচলিত না হইতে অনুরোধ।

পুনশ্চ, ভারতের পূর্ব্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলে সূর্য্যোদয়ের সময়ের ব্যবধানাধিক্য-হেতু শাস্ত্রবিচার-অনুসারেই কোন কোন একাদশী-ব্রতের ক্ষেত্রে ব্রতদিবসের পার্থক্য ঘটিয়া থাকে; তাহা এই পঞ্জিকায় যথারূপ প্রদর্শিত হইয়া আসিতেছে। যে-সকল পঞ্জিকায় তাহা প্রদর্শিত হয় না, সে-সকল হইতে ব্রতদিবস-সম্বন্ধে ভিন্নতা দর্শনে গ্রাহকগণ বিচলিত না হউন, এই নিবেদন।

—প্রকাশক

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বিশুদ্ধ সারস্বত

শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা

(শ্রীমায়াপুর-পঞ্জিকা)

শ্রীগৌরাব্দ—৫৩৪

(১৪২৬—১৪২৭ বঙ্গাব্দ) (২০২০—২০২১ খৃষ্টাব্দ)

ব্রহ্ম-মধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়-সংরক্ষকবর জগদ্‌গুরু

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের

নিত্যশুদ্ধ-ধারাবস্থিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায় দশমাধস্তনবর
ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজানুগৃহীত

ত্রিদণ্ডিপাদদ্বয়
শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মধুসূদন মহারাজ ও
শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরমহংস মহারাজ
কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

—ঃ সংস্করণ ঃ—
৬৮শ সংখ্যা, ৫৩৪ শ্রীগৌরাব্দ
শ্রীগৌর-পূর্ণিমা, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ;
ইং ৯ মার্চ্চ, ২০২০

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত বুক্ ট্রাষ্ট-এর পক্ষে
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ-কর্ত্তৃক
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত
গ্রন্থাবলীর প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ**, নবদ্বীপ (নদীয়া) পঃ বঃ।
২। **শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ**, ২৮ হালদার বাগান লেন, কলিকাতা-৪।
৩। **শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ**, পোঃ ও জেলা মথুরা (উঃ প্রঃ)।
৪। **শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ**, শক্তিগড় পোঃ শিলিগুড়ি (জলপাইগুড়ি)।
৫। **শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ**, মিলনপল্লী, পোঃ শিলিগুড়ি (দার্জ্জিলিং)।
৬। **শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ**, স্বর্গদ্বার, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)।
৭। **শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ**, পোঃ বাসুগাঁও (কোকরাঝাড়) আসাম।
৮। **শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ**, পোঃ গোলোকগঞ্জ, জেলা ধুবড়ী (আসাম)।
৯। **শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ**, পোঃ তুরা, ওয়েষ্ট গারো হিলস্ (মেঘালয়)।
১০। **শ্রীকৃতিরত্ন গৌড়ীয় মঠ,** শ্রীচৈতন্য এভিনিউ, দুর্গাপুর-৫ (বর্দ্ধমান)।
১১। **শ্রীনিমাইতীর্থ গৌড়ীয় মঠ**, ১/১ নিমাই তীর্থ রোড, পোঃ বৈদ্যবাটী (হুগলী)।
১২। **শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ গৌড়ীয় মঠ**, রংপুর, শিলচর-৯, (কাছাড়) আসাম।

মুদ্রাকর—
শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা প্রেস
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
নবদ্বীপ, নদীয়া।

শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকার পুনঃ প্রবর্ত্তক
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী-লিখিত
ভূমিকা

শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকার আদর্শ

✶ ✶ এই 'শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা' বিশুদ্ধ সারস্বত-ধারায় সঙ্কলিত হইয়াছে ও হইবে। পরমহংসকুলচূড়ামণি জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী** ঠাকুর **শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকার** আদি প্রবর্ত্তক। ইহাতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ-ধারাই সর্ব্বতোভাবে সংরক্ষিত হইয়াছে। তাঁহারই প্রবর্ত্তিত ধারার নাম **'সারস্বত-ধারা'**। এই ধারা বিশুদ্ধ না হইলে অশুদ্ধ ধারা-প্রবাহে তীর্থসমূহ অতীর্থ হইয়া পড়ে। বিশুদ্ধ বৈদিকধারা অশুদ্ধ বৌদ্ধ-চিন্তাস্রোতে মলিনতা প্রাপ্ত হয়। বৈদিক মন্ত্র-সমূহের পুনঃ-প্রবর্ত্তনকারীর বিশুদ্ধ-ধারা অশুদ্ধ হওয়ায় বিশ্বকে মায়াবাদ-মহাবাক্যের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়াছে। তজ্জন্য বিশুদ্ধ আম্নায়-সংরক্ষণ করাই বৈদান্তিক আচার্য্যবর্গের একমাত্র করণীয়। ইহারই নাম গুরুসেবা।

শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারা সারস্বত-ধারায় পূর্ণরূপে প্রবাহিতা। জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ বৈষ্ণবগণের পক্ষে যে দিন-পঞ্জিকার ধারা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সেই ধারাই আমাদের 'বিশুদ্ধ সারস্বত শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা'র আদর্শ। এই পঞ্জিকা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের একান্ত অনুগত রূপানুগ-বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তের আচার-প্রচারক বলিয়া আমরা সংক্ষেপতঃ ইহাকে **'শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা'** বলিয়া উল্লেখ করিব। শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকারই নামান্তর **'শ্রীমায়াপুর-পঞ্জিকা'**, যেহেতু শ্রীমায়াপুরই শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব-ক্ষেত্র। **গুরু-ভোগী ও গুরু-ত্যাগী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিনোদ-বাণী-ধারা রুদ্ধা**। তজ্জন্য বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগণের সেবা-সহায়তাকল্পে বহু যত্নের সহিত এই পঞ্জিকা অভিনব আকারে প্রকাশিত হইল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—শ্রীল প্রভুপাদের বিচার-ধারা লইয়াই এই পঞ্জিকা সঙ্কলিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই বিচারধারা কিরূপ, তৎসম্বন্ধে দুই-একটী কথা বলা আবশ্যক। আমরা নিজস্ব কোন কথা না বলিয়াই এই প্রসঙ্গে জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের 'শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা' সম্বন্ধে একটী মৌলিক প্রবন্ধ নিম্নে উদ্ধার করিলাম। ইহা হইতে সমুদয় বিচারধারা ও সংজ্ঞাদি অবগত হওয়া যাইবে। দুঃখের বিষয়, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অনুগত বলিয়া পরিচয় দয়া

কতকগুলি প্রাকৃত সহজিয়া ঠাকুরের নির্দ্দেশমত প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকার বিচারধারা গ্রহণের অযোগ্য হইয়া স্মার্ত্ত-পথানুসরণ করিতেছে। ইহাই সহজিয়াদের নরক গমনের প্রশস্ত সরণি।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধ

''যাঁহারা হরিভজন করেন, তাঁহাদের কৃষ্ণেতর ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞাদ্বারা কৃষ্ণসংসার নির্ব্বাহ করিতে হয় না। **কৃষ্ণের বিভিন্ন নামাবলী পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণেতর শব্দদ্বারা বৃথা বাক্যব্যয় করিয়া যে-সকল সংজ্ঞা জগতে প্রচলিত আছে, উহা কখনই বিষ্ণুভক্তের যোগ্য নহে**। সাধারণ মানব ও বিষ্ণুভক্তে পার্থক্য এই যে, সাধারণ মানব বিষ্ণু ব্যতীত মায়ার সেবা করেন, আর বিষ্ণুভক্ত কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টাবিশিষ্ট। একজন ত্যাগী, অপরটী কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে ত্যক্তভোগ। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে অবস্থান করিয়াও বিষ্ণুভক্ত সাধারণ মানব হইতে ভিন্ন। বিষ্ণুভক্তি-রহিত বর্ণাশ্রমী পতিত এবং সাধারণ-হিন্দু বা মানব বলিয়া পরিচিত। সাধারণ-হিন্দু আপনাকে স্মার্ত্ত বলিয়া অভিহিত করেন এবং ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্তিকে সাধারণী জানিয়া নিজে অধঃপতিত হন। তাঁহারা দৈব ও আসুরভেদে দ্বিবিধ।

''বিষ্ণুভক্তের জন্য বেদের ভক্তিশাখা, পুরাণের মধ্যে সাত্ত্বিক ছয়টী পুরাণ, দর্শনের মধ্যে বেদান্ত-দর্শন ও তন্ত্রের মধ্যে সাত্বত-পঞ্চরাত্রসমূহ অন্যান্য সাধারণ গ্রন্থ হইতে স্বতন্ত্র। পূর্ব্বকাল হইতে বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণবের মধ্যে ব্যবহারগত ভেদ চিরদিন চলিয়া আসিতেছে। বিষ্ণুভক্তি শিথিল হওয়ায় ভারতের নানাস্থানে পঞ্চোপাসনার প্রাবল্য ও ভক্তাভক্ত উভয় সমাজে একপ্রকার (আসুর) বর্ণাশ্রম চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। মধ্যযুগে শ্রীরামানুজস্বামী ও শ্রীমন্মধ্বস্বামী সাধারণ বর্ণাশ্রম হইতে পৃথক্ শুদ্ধ-বর্ণাশ্রম-পন্থা স্বতন্ত্রভাবে পৃথক্ করিয়া লইয়াছেন। আর্য্যাবর্ত্তে পঞ্চোপাসনা প্রবল থাকায় পারমার্থিক বৈষ্ণব-সমাজ ব্যবহারিক সমাজের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া চলিতেছেন। তথাপি ঐকান্তিক ও মিশ্র বিচার সর্ব্বদাই তাঁহাদের মধ্যেও পার্থক্য স্থাপন করিতেছে।

''অবৈষ্ণব-রচিত গ্রন্থাদির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য অসংখ্য বৈষ্ণবগ্রন্থ রচিত ও পঠিত হইয়াছে। বৈষ্ণব-বিশ্বাস সর্ব্বতোভাবে সংরক্ষণ-জন্য সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকও সংরক্ষক আচার্য্যগণ সামাজিক হিতচিন্তায় সতত রত। আবার বিষ্ণুভক্তি-রহিত পণ্ডিত ও সামাজিকগণ উদারতা ও নির্ব্বিশিষ্টতার নামে সমন্বয়বাদ-প্রবর্ত্তন করিয়া নানাপ্রকার জঞ্জাল আনয়নপূর্ব্বক অবিমিশ্র বিষ্ণুভক্তগণের সদাচারকে আক্রমণ করিতেছেন। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবের আচার্য্যগণ বিপুল পরিশ্রম করিয়া

নিজ সৎসম্প্রদায়ের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন। কোমলশ্রদ্ধ বৈষ্ণবগণের সদাচার-সংরক্ষণ ও ব্যবহারিক অনুষ্ঠান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিপ্রায়ানুসারে শ্রীমদ্ গোপালভট্ট গোস্বামী শ্রীল সনাতন গোস্বামীর পদানুসরণে 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস' ও 'সৎক্রিয়াসার-দীপিকা' গ্রন্থদ্বয় রাখিয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামী শ্রীমদ্ গোপালভট্ট গোস্বামীর সহায়তায় 'ষট্‌সন্দর্ভ'-নামক গ্রন্থ রাখিয়াছেন। ভাষায় অধিকারের জন্য ইতর বৃথা ব্যাকরণাদি অধ্যয়নে জীবন ক্ষয় করিবার পরিবর্ত্তে **শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ 'হরিনামামৃত ব্যাকরণ'** রচনা করিয়াছেন। অলঙ্কার-শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি-লাভের উদ্দেশ্যে বৈষ্ণবগণকে 'সাহিত্য-দর্পণ', 'কাব্যপ্রকাশাদি' পড়িতে হয় না। 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু', 'উজ্জ্বলনীলমণি', 'নাটক-চন্দ্রিকা', 'অলঙ্কার-কৌস্তুভা'দি গ্রন্থপাঠে তদপেক্ষা প্রচুর পরিমাণে জ্ঞানলাভ হয়। ইতর নাটক ও সাহিত্য-কাব্যাদির পরিবর্ত্তে 'ললিতমাধব', 'বিদগ্ধমাধব', 'দানকেলি'-কৌমুদী', 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক', 'আনন্দ-বৃন্দাবনচম্পূ', 'গোপালচম্পূ', 'গোবিন্দ-লীলামৃত', 'কৃষ্ণভাবনামৃত' প্রভৃতি সংখ্যাতীত গ্রন্থ সেই অভাব পূরণ করিবে। বেদান্ত-গ্রন্থের অভাব 'গোবিন্দভাষ্য-পীঠক' প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু অনেকটা পূরণ করিয়াছেন।

''শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণো'ক্ত সংজ্ঞাসমূহ সকলই হরিনাম-ময়, সুতরাং বৃথা সংজ্ঞা উচ্চারণ ও স্মরণাদির পরিবর্ত্তে শ্রীজীব-প্রভুপাদের রচিত ও প্রদত্ত সংজ্ঞা নামাশ্রিত বৈষ্ণবগণের পরমোপাদেয়। কাল-সংজ্ঞায়ও পূর্ব্বাচার্য্যগণ একেবারে অন্যমনস্ক ছিলেন—এরূপ বলা যায় না। শ্রীমাধ্ব-সম্প্রদায়ের কাল গনণা 'করণ-প্রকাশ'-নামক গ্রন্থ-সাহায্যে গণিত হয়। অস্মৎ-সম্প্রদায়ে তাদৃশ গ্রন্থ নাই, কিন্তু সংজ্ঞা ন্যূনাধিক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই কথা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

''শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নির্ব্ব্যলীক পরম-সুহৃৎ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট আচার্য্যপ্রবর শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বঙ্গদেশে শ্রীগৌর-জন্মোৎসব-প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। তাহার পূর্ব্বে শুদ্ধবৈষ্ণবগণের মধ্যে শ্রীগৌর-জন্ম-জয়ন্তী ন্যূনাধিক পালিত হইত বটে, কিন্তু জয়ন্তী-উৎসব বলিয়া বঙ্গদেশে 'শ্রীগৌরজয়ন্তীব্রত-মহোৎসব' সেই মহাত্মার আত্যন্তিক উদ্‌যোগেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছেন—ইহা আর কাহারও জানিতে বাকি নাই। তিনি বঙ্গদেশে বর্ত্তমানকালে শ্রীগৌরজন্মস্থান, শুদ্ধ-হরিনাম ও নাম-মহিমার আদর্শ-বৈষ্ণব-জীবন ও শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচারের প্রবর্ত্তক। তাঁহারই চেষ্টায় অনেকগুলি বৈষ্ণব-সভা-সমিতি, বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-প্রচারিণী

পত্রিকা, বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে ও হইতেছে। **শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরমহাশয়ই 'শ্রীচৈতন্যাব্দ' প্রবর্ত্তন-কার্য্যের মূল মহাপুরুষ। 'শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা' প্রভৃতি প্রকাশের তিনিই সুপ্রধান সহায় ও একমাত্র উৎসাহদাতা ছিলেন।**

''বৈষ্ণব-পঞ্জিকা প্রবর্ত্তনের কিশোরাবস্থা এখনও অতিক্রান্ত হয় নাই। যদিও পত্র-পঞ্জিকা ও বৈষ্ণব-ব্যবস্থা-সম্বলিত পঞ্জিকা আজ ৩৫ বৎসর হইতে কয়েকখানি প্রচারিত হইতেছে, তথাপি সেই পঞ্জীকে পূর্ণাঙ্গ ও পঞ্চাঙ্গ বলা যায় না; তাহাতে অনেক অভাব আছে। এমন কি, বৈষ্ণবোচিত সংজ্ঞার উন্মেষও অনেকগুলিতে পাওয়া যায় না। শুধু বৈষ্ণব-পঞ্জিকার অভাব কেন, সকল বিষয়েই বৈষ্ণব-উদ্দেশ্যের ব্যাঘাতজনক অনুষ্ঠানই পরিলক্ষিত হয়। অবৈষ্ণব সংজ্ঞার প্রাচুর্য্য ও অবৈষ্ণবতার বহুল প্রচারক্রমে আমরা শুদ্ধ বৈষ্ণবতার প্রবৃত্তি দেখিতে পাইতেছি না। **যেখানে যেটুকু শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদানুসরণের নামে যে কাল্পনিক বৈষ্ণব-অনুষ্ঠান দেখা যায়, তাহা ন্যূনাধিক স্বার্থ-বিজৃম্ভিত ও অবান্তর উদ্দেশ্যযুক্ত এবং বৈষ্ণবতার নামে স্ত্রী-পুত্র-প্রতিপালন, উদর-ভরণাদি ও প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহাদির প্রকার-ভেদ বলিয়াই মনে হয়। সর্ব্বাত্মনাশ্রিত-পদ বৈষ্ণবের নিষ্কপটতার অভাব থাকিলেই এইরূপ 'শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গা' কার্য্য হরিসেবা বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়।**

''সাধারণের অবগতির জন্য এখানে কালের সংজ্ঞা উদ্ধৃত হইল। আমরা আশা করি পঞ্জীকৃদ্‌গণ ভবিষ্যতে এ-সকল সংজ্ঞা দিবেন। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে 'হয়শীর্ষ- পঞ্চরাত্রে' নিম্নলিখিত কালের সংজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথমটি সাধাবণ প্রচলিত শব্দ, দ্বিতীয়টী বিষ্ণুভক্তের জন্য।

(ক) সূর্য্যের গতিদ্বয়ঃ

১। উত্তরায়ণ—**বলভদ্র**
২। দক্ষিণায়ণ—**কৃষ্ণ**

(খ) ঋতু-ষট্‌ক

১। গ্রীষ্ম—**পুণ্ডরীকাক্ষ**
২। বর্ষা—**ভোগশায়ী**
৩। শরৎ—**পদ্মনাভ**
৪।হেমন্ত—**হৃষীকেশ**
৫। শীত—**দেবত্রিবিক্রম**
৬। বসন্ত—**মাধব**

(গ) পক্ষদ্বয় ও মলমাস

১। ক্ষয় বা মলমাস—**পুরুষোত্তম**
২। কৃষ্ণপক্ষ—**প্রদ্যুম্ন, কৃষ্ণ**
৩। শুক্লপক্ষ—**অনিরুদ্ধ, গৌর**

(ঘ) মাস দ্বাদশক

১। বৈশাখ—**মধুসূদন**
২। জ্যৈষ্ঠ—**ত্রিবিক্রম**
৩। আষাঢ়—**বামন**
৪। শ্রাবণ—**শ্রীধর**
৫। ভাদ্র—**হৃষীকেশ**
৬। আশ্বিন—**পদ্মনাভ**

৭। কার্ত্তিক—**দামোদর**
৮। অগ্রহায়ণ—**কেশব**
৯। পৌষ—**নারায়ণ**
১০। মাঘ—**মাধব**
১১। ফাল্গুন—**গোবিন্দ**
১২। চৈত্র—**বিষ্ণু**

(ঙ) বারসপ্তক

১। রবি—**সর্ব্ব-বাসুদেব**
২। সোম—**সর্ব্বশিব-সঙ্কর্ষণ**
৩। মঙ্গল—**স্থানু-প্রদ্যুম্ন**
৪। বুধ—**ভূত-অনিরুদ্ধ**
৫। বৃহস্পতি—**আদি-কারণোদশায়ী**
৬। শুক্র—**নিধি-গর্ভোদশায়ী**
৭। শনি—**অব্যয়-ক্ষীরোদশায়ী**

(চ) তিথি ষোড়শী

১। প্রতিপদ—**ব্রহ্মা**
২। দ্বিতীয়া—**শ্রীপতি**
৩। তৃতীয়া—**বিষ্ণু**
৪। চতুর্থী—**কপিল**
৫। পঞ্চমী—**শ্রীধর**
৬। ষষ্ঠী—প্রভু
৭। সপ্তমী—**দামোদর**
৮। অষ্টমী—**হৃষীকেশ**
৯। নবমী—**গোবিন্দ**
১০। দশমী—**মধুসূদন**
১১। একাদশী—**ভূধর**
১২। দ্বাদশী—**গদী**
১৩। ত্রয়োদশী—**শঙ্খী**
১৪। চতুর্দ্দশী—**পদ্মী**
১৫। পূর্ণিমা বা অমাবস্যা—**চক্রী**

(ছ) নক্ষত্র-সপ্তবিংশতি

১। অশ্বিনী—**ধাতা**
২। ভরণী—**কৃষ্ণ**
৩। কৃত্তিকা—**বিশ্ব**
৪। রোহিণী—**বিষ্ণু**
৫। মৃগশিরা—**বষট্‌কার**
৬। আর্দ্রা—**ভূতভব্যভবৎপ্রভু**
৭। পুনর্ব্বসু—**ভূতভৃৎ**
৮। পূষ্যা—**ভূতকৃৎ**
৯। অশ্লেষা—**ভাব**
১০। মঘা—**ভূতাত্মা**
১১। পূর্ব্বফাল্গুনী—**ভূতভাবন**
১২। উত্তরফল্গুনী—**অব্যক্ত**
১৩। হস্তা—**পুণ্ডরীকাক্ষ**
১৪। চিত্রা—**বিশ্বকর্ম্মা**
১৫। স্বাতী—**শুচিশ্রবা**
১৬। বিশাখা—**সদ্ভাব**
১৭। অনুরাধা—**ভাবন**
১৮। জ্যেষ্ঠা—**ভর্ত্তা**
১৯। মূলা—**প্রভব**
২০। পূর্ব্বাষাঢ়া—**প্রভু**
২১। উত্তরাষাঢ়া—**ঈশ্বর**
২২। শ্রবণা—**অপ্রমেয়**
২৩। ধনিষ্ঠা—**হৃষীকেশ**
২৪। শতভিষা—**পদ্মনাভ**
২৫। পূর্ব্বভাদ্রপদ—**অমরপ্রভু**
২৬। উত্তরভাদ্রপদ—**অগ্রাহ্য**
২৭। রেবতী—**শাশ্বত**''

যাঁহারা ব্রতাদি সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের বিচারধারা জানিতে ইচ্ছা করেন, আমি তাঁহাদের অবগতির জন্য ''গৌড়ীয়ের-কৃত্য''-শীর্ষক তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত কয়েকটী উপদেশ নিম্নে মুদ্রিত করিতেছি। যথা,—

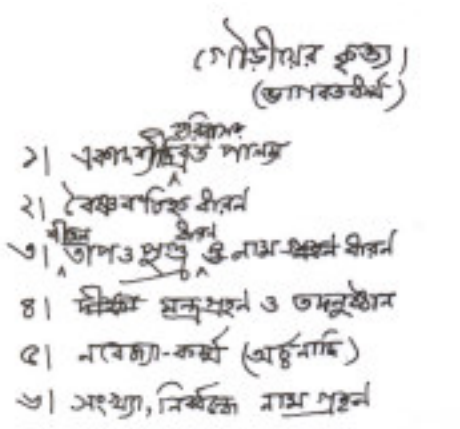

উপদেশের প্রথম সংখ্যাতেই ''একাদশ্যাদি হরিবাসর-ব্রত-পালন'' সম্বন্ধে নির্দ্দেশ প্রদত্ত হইয়াছে। এই পঞ্জিকার উক্ত নির্দ্দেশ শিরোধার্য্য করিয়া হরিবাসর-ব্রতাদি নিরূপিত হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ ইহা যত্নের সহিত সম্পাদন করিয়াছেন। তাঁহাদের এই সেবাচেষ্টা দেখিয়া আমি যথেষ্ট প্রীতিলাভ করিয়াছি। তাঁহাদের এই পঞ্জিকা-সঙ্কলন শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের বিশেষ আদরের হইবে। অধিক কি, তাহারা সকলে সযত্নে প্রতি বৎসর এই পঞ্জিকা রীতিমত প্রস্তুত করিয়া ভক্তগণের হস্তে সমর্পণ করিলে তাঁহাদের আশীর্ব্বাদের পাত্র হইবেন।

শ্রীল প্রভুপাদের বঙ্গে পঞ্জিকা-সংস্কার-ব্যাপারে ও পারমার্থিক পঞ্জিকা-প্রণয়নে বিশ্ববাসী সকলেই স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার উদ্ধৃত উক্ত প্রবন্ধ হইতে এইরূপ পঞ্জিকার প্রয়োজনীয়তা ভক্তগণ উপলব্ধি করিবেন। সঙ্কেতেও যদি শ্রীহরিনাম উচ্চারিত হয়, তবে জীব নামাভাসে মুক্তিলাভ করিয়া শুদ্ধনামের অধিকারী হইবেন। সুতরাং 'শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা' ভক্তগণের অবশ্য অবলম্বনীয়।

নিবেদন

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের একান্ত অনুকম্পায় এবং তাঁহার সাক্ষাৎ প্রেরণা ও নির্দ্দেশ-অনুসারে 'শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা' সম্পাদন করিতে সমর্থ হইলাম। আশা করি শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ এই পঞ্জিকার বিধানানুযায়ী যাত্রা-মহোৎসব ও ব্রতোপবাসাদি পালন করিয়া আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত ইহা প্রকাশ করিতে হয় বলিয়া মুদ্রাকর প্রমাদাদি ও ভুল-ভ্রান্তি থাকা অসম্ভব নহে।

'শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা' (শ্রীমায়াপুর-পঞ্জিকা) কিরূপে ব্যবহার করিতে হইবে, তাহার সম্বন্ধে কয়েকটী কথা নিবেদন করিতেছি ঃ—

১। আমরা পঞ্জিকার সর্ব্বত্র বর্ত্তমানে প্রচলিত **''ভারতীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম''** ব্যবহার করিয়াছি। ভারতীয় বর্ষের উল্লেখমাত্র করিয়াছি। উহা এখনও সর্ব্বসাধারণে প্রচলিত না হওয়ায় উহার ব্যবহার করা হয় নাই।

২। শ্রীপঞ্জিকায় ব্যবহৃত সংঙ্কেতগুলির পরিচয়, যথাঃ—উঃ—(সূর্য্যের) উদয়, অঃ—(সূর্য্যের) অস্ত; রাঃ—রাত্র; দিঃ—দিবা বুঝিতে হইবে। 'উঃ', 'অঃ', 'দিঃ' বা 'রাঃ'—ইহাদের পরে যে অঙ্ক লিখিত হইয়াছে, তাহার প্রথমটী ঘণ্টা ও দ্বিতীয়টী মিনিট বলিয়া জানিবেন।

৩। মাস, বার, তিথি ও নক্ষত্রগুলির বিষ্ণুপর নাম মুদ্রিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দিষ্ট বিধানমধ্যে বারসপ্তকের প্রত্যেকটীর দুইটী করিয়া সংজ্ঞা নিরূপিত হইলেও আমরা তাহার মধ্যে অপেক্ষাকৃত মুখ্য-সংজ্ঞাশ্রেণীই ব্যবহার করিয়াছি। ইহার বিশেষ তাৎপর্য্য এই যে, ইহাতে বারের নাম স্মরণ রাখিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে। দুই শ্রেণীর সংজ্ঞার মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর সংজ্ঞাই বৈষ্ণবগণের চিত্তাকর্ষক।

৪। এই পঞ্জিকা-সম্পাদন ব্যাপারে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের প্রকাশিত কয়েকখানি পুরাতন পঞ্জিকার উপর নির্ভর করা হইয়াছে।

৫। তিথি-গণনা-ব্যাপারে আমরা পৃথক্‌ভাবে গণনার পরিশ্রম স্বীকার না করিয়া বঙ্গদেশীয় বিশেষ বিশেষ পঞ্জিকাকারগণের তিথি গণনা অবলম্বন করিয়াছি এবং 'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা'র গণনা সর্ব্বসাধারণে এখনও ব্যাপকভাবে গৃহীত না হওয়ায় আমরা তাহার বিচার বর্ত্তমানে গ্রহণ করিলাম না।

৬। **অবম্ ও ত্র্যহস্পর্শ-বিচারে** আমরা পি. এম. বাক্‌চি, গুপ্তপ্রেস ও অন্যান্য পঞ্জিকাকারগণের মতের সহিত আদৌ একমত নহি। তাহারা অবম্‌কে 'ত্র্যহস্পর্শ' ও ত্র্যহস্পর্শকে 'অবম্' বলিয়া বিপরীত বিচার করিয়া থাকেন। আমাদের এই পঞ্জিকায়

ইহা বিশুদ্ধভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। তবে সাধারণের সুবিধার জন্য প্রচলিত মত বন্ধনী()-চিহ্নদ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে।

৭। আমরা সমস্ত ব্রতোপবাসেই ''শ্রীহরিভক্তিবিলাসে''র মত অনুসরণ করিয়াছি। শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন,—বিষ্ণুপ্রসাদ ও নির্ম্মাল্যের দ্বারা সমস্ত দেব-দেবীর তর্পণ করাই বৈধ পূজা; এতদ্ব্যতীত অন্য পূজা অবৈধ। তজ্জন্য কয়েকটী বিশেষ দেবদেবীর পূজা-দিবসের কথা উল্লেখ করিয়াছি। ইহা ঐকান্তিক বৈষ্ণবগণের জন্য নহে। সাধারণের সুবিধার জন্য একটী ''শুভদিনের নির্ঘণ্ট'' প্রকাশিত হইল।

৮। শ্রীপঞ্জিকার গৌরব-বৃদ্ধির জন্য 'শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি'র ঊর্দ্ধতন গুরুবর্গের ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর চিত্রও ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে।

৯। বৈষ্ণব-মহাজনগণের আবির্ভাব-তিরোভাব, যাত্রা-মহোৎসবাদি, একাদশ্যাদি হরিবাসর, চাতুর্ম্মাস্য ও ঊর্জ্জব্রত প্রভৃতি সমস্ত ব্রতোপবাসেই বিদ্ধার বিচার করা একান্ত কর্ত্তব্য। 'হরিভক্তিবিলাস' বলেন— ''পূর্ব্ববিদ্ধা সদা ত্যাজ্যা, পরবিদ্ধা সদা গ্রাহ্যা।'' সুতরাং উহা শুদ্ধভাবে যথাশাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

পরিশেষে আমার নিবেদন—এই পঞ্জিকায় প্রদর্শিত বিচার যতদূর সম্ভব নির্ভুল প্রদর্শন করিতে যত্ন করিয়াছি। তথাপি অনবধানতাবশতঃ যদি কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, ভক্তমণ্ডলী ইহা পত্রদ্বারা জানাইলে ''শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা''য় আমরা তাহা সমালোচনা সহ প্রকাশ করিব।

—সম্পাদক

গ্রহণকালে বৈধ-ভক্তের কৃত্য

''গ্রহণের সময় স্মার্ত্তের মতে অশুদ্ধ কাল। অশুচি অবস্থায় যে-সকল কার্য্য তাঁহাদের করিতে নাই, তাহা তাঁহারা করেন না। কিন্তু সেবাপর বৈধ-ভক্তগণের ঐ সকল প্রাকৃত বিধির অপেক্ষা না করিয়া সম্ভবপর হইলে যথাকালে (ভগবৎ) সেবা করাই কর্ত্তব্য।''

—প্রভুপাদের পত্রাবলী

যাত্রা সম্বন্ধে দুই-একটী কথা

''শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা''র গ্রাহকগণ যাত্রা-সম্বন্ধে শুভাশুভ দিন ও সময় জানিবার জন্য আমাদের নিকট আবেদন করেন। তজ্জন্য এ বৎসরও বিশেষ বিশেষ আবশ্যকীয় বিষয়গুলি পঞ্জিকায় উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং পঞ্জিকার কলেবর ইহাতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। সাধারণ পঞ্জিকায় লিখিত 'অমুক দিনে যাত্রা শুভ' অথবা 'অমুক দিনে যাত্রা অশুভ'—অনুসারে যাত্রা করিলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে যাত্রাকারীর শুভাশুভ ফল নিরূপিত হইতে পারে না। রাশি-নক্ষত্রের শুদ্ধাশুদ্ধির উপর যাত্রার শুভাশুভ সম্পূর্ণ নির্ভর করে। তজ্জন্য আমরা এ বৎসরও রাশির চন্দ্রশুদ্ধি ও নক্ষত্রের তারাশুদ্ধি বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছি। রাশি ও নক্ষত্রের নাম উল্লেখ না করিয়া তাহাদের পর্য্যায়ক্রমে সংখ্যা উল্লিখিত হইয়াছে। কোন্ রাশির কত সংখ্যা তাহা নিম্নের তালিকা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। আর একটী বিষয় এই যে, যে-দিন চন্দ্র যে- রাশিতে অবস্থিত, সেইদিন সেই রাশির ব্যক্তি যে-কোন দিকে যাত্রা করিলে অশুভ ফল হয় না। তজ্জন্য চন্দ্র কোন্ দিন কোন্ রাশিতে অবস্থিত, তাহাও পঞ্জিকায় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

১। **কোন্ সংখ্যা কোন্ রাশিকে লক্ষ্য করিবে** তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

১-মেষ, ২-বৃষ, ৩-মিথুন, ৪-কর্কট, ৫-সিংহ, ৬-কন্যা, ৭-তুলা, ৮-বৃশ্চিক, ৯-ধনু, ১০-মকর, ১১-কুম্ভ, ও ১২-মীন।

২। **যে-যে সংখ্যা যে-যে নক্ষত্রকে বুঝাইতেছে** তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

১-অশ্বিনী, ২-ভরণী, ৩-কৃর্ত্তিকা, ৪-রোহিনী, ৫-মৃগশিরা, ৬-আর্দ্রা, ৭-পুনর্ব্বসু, ৮-পুষ্যা,৯-অশ্লেষা, ১০-মঘা, ১১-পূর্ব্বফল্গুনী, ১২-উত্তরফল্গুনী, ১৩-হস্তা, ১৪-চিত্রা, ১৫-স্বাতী,১৬- বিশাখা, ১৭-অনুরাধা, ১৮-জ্যেষ্ঠা, ১৯-মূলা, ২০-পূর্ব্বাষাঢ়া, ২১-উত্তরাষাঢ়া, ২২-শ্রবণা, ২৩ ধনিষ্ঠা, ২৪ শতভিষা, ২৫-পূর্ব্বভাদ্রপদ, ২৬-উত্তরভাদ্রপদ, ২৭-রেবতী।

৩। **যাত্রায় শুভাশুভ তিথি** ঃ—ষষ্ঠী, অষ্টমী, দ্বাদশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, শুক্লা প্রতিপদ, রিক্তা তিথি, অবম্ ও ত্র্যহস্পর্শ-দিনে যাত্রা নিষিদ্ধ। কৃষ্ণ-প্রতিপদে যাত্রা শুভ, দ্বিতীয়াতে পথ শুভ, তৃতীয়াতে জয়, চতুর্থীতে বধ, বন্ধন ও ক্লেশ, পঞ্চমীতে অভিষ্টসিদ্ধি, ষষ্ঠীতে ব্যাধি, সপ্তমীতে অর্থলাভ, অষ্টমীতে মনঃ-পীড়া, নবমীতে মত্যু, দশমীতে ভূমিলাভ, একাদশীতে আরোগ্য, দ্বাদশীতে যাত্রা নিষিদ্ধ। ত্রয়োদশীতে সর্ব্বসিদ্ধি, চতুর্দ্দশীতে ও অমাবস্যা বা পূর্ণিমায় যাত্রা নিষিদ্ধ ; যম-দ্বিতীয়া অর্থাৎ ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়াতে যাত্রা করিলে মৃত্যু হয়।

৪। **যাত্রায় উত্তম নক্ষত্র**—অশ্বিনী, হস্তা, পুষ্যা, অনুরাধা, পুনর্ব্বসু, রেবতী,শ্রবণা, ধনিষ্ঠা ও মৃগশিরা যাত্রায় উত্তম বলিয়া কথিত হয়। **যাত্রায় মধ্যম নক্ষত্র**—জ্যেষ্ঠা,

মূলা, শতভিষা, উত্তরফাল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, রোহিণী, পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া ও পূর্ব্বভাদ্রপদ যাত্রায় মধ্যম বলিয়া কথিত হয়। **যাত্রায় নিষিদ্ধ নক্ষত্র**—চিত্রা, স্বাতী, ভরণী, বিশাখা, মঘা, আর্দ্রা, কৃত্তিকা ও অশ্লেষা যাত্রায় নিকৃষ্ট; ইহাতে যাত্রা নিষিদ্ধ।

৫। **দিক্‌শূল**—রবি ও শুক্রবারে পশ্চিমে, মঙ্গল ও বুধবারে উত্তরে, শনি ও সোমবারে পূর্ব্বে, বুধ ও বৃহস্পতিবারে দক্ষিণে দিক্‌শূল হয়। এই দিক্‌শূলকে অগ্রাহ্য করিয়া যে-ব্যক্তি ধন ও সুখের আশায় গমন করেন, তিনি ইন্দ্রতুল্য হইলেও তাহাতে বিফল মনোরথ হন, এমনকি মৃত্যুও হইতে পারে।

৬। **যোগিনী গতি**—যোগিনীর শেষ নয় দণ্ড অবশ্য পরিত্যাজ্য। দক্ষিণ ও সম্মুখস্থ যোগিনীতে যাত্রা করিলে বধ ও বন্ধনাদি হয়। বামদিকের ও পৃষ্ঠদিকস্থ যোগিনী সর্ব্বার্থসিদ্ধি দান করেন।

৭। **বারবেলা, কালবেলা ও কালরাত্রি**—বারবেলায় সর্ব্বপ্রকার শুভকার্য্য নিষিদ্ধ। কালবেলা ও কালরাত্রিতে যাত্রা করিলে মৃত্যু, বিবাহে কন্যা বিধবা, উপনয়নে ব্রাহ্মণবধ-তুল্য পাপ হয়। সুতরাং সমস্ত শুভকার্য্যেও কালবেলা ও কালরাত্রি পরিত্যাজ্য।

৮। **মাহেন্দ্রযোগ ও অমৃতযোগ** (যাত্রায় শিবজ্ঞান) ঃ—

জ্যোতিষের মতে শুদ্ধ দিন নাহি হয়।
শিবজ্ঞান অতএব তার বিনিময়॥
'মাহেন্দ্র', 'অমৃত', 'বক্র', 'শূন্য',—চারি যোগ।
বৎসরেতে প্রতি দিবা-রাত্রি করে ভোগ॥
মাহেন্দ্রযোগেতে হয় সর্ব্বত্রেতে জয়।
অমৃতযোগেতে সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি হয়॥

৯। **যাত্রার মন্ত্র** ঃ—

ধেনুর্ব্বৎস-প্রযুক্তা বৃষ-গজ-তুরগা দক্ষিণাবর্ত্ত-বহ্নি-
দিব্যস্ত্রী-পূর্ণকুম্ভা দ্বিজ-নৃপ-গণিকা-পুষ্পমালা-পতাকাঃ।
সদ্যোমাংসং ঘৃতং বা দধি-মধু-রজতং কাঞ্চনং শুক্লধান্যং
দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা পঠিত্বা ফলমিহ লভতে মানবো গন্তুকামঃ॥

যাত্রাকালে সবৎসা গাভী, বৃষ, গজ, অশ্ব, দক্ষিণাবর্ত্ত অগ্নি, দিব্যস্ত্রী, পূর্ণকুম্ভ, দ্বিজ (ব্রাহ্মণ), বারাঙ্গনা, পুষ্পমালা, পতাকা, সদ্যোমাংস, ঘৃত, দধি, মধু, রৌপ্য, স্বর্ণ ও শুক্লধান্য দর্শন এবং উক্ত মন্ত্র শ্রবণ ও পাঠ করিলে গমনাভিলাষী মানব শুভ ফল লাভ করিবেন।

——প্রকাশক

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও
শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকার পুনঃ প্রবর্ত্তক
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ